ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফের যে কারণে আলোচনায় একসঙ্গে সালমান-আলিয়া!

পৃঃ ৫

এই কারণে বিশ্বকাপ জিতবে না ভারত, জানিয়ে দিলেন রোহিত শর্মা!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৪৫ ● কলকাতা ● ১৮ ভাদ্র, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ১৬টি ফাইল

প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, ইডিকে নির্দেশ হাইকোর্টের

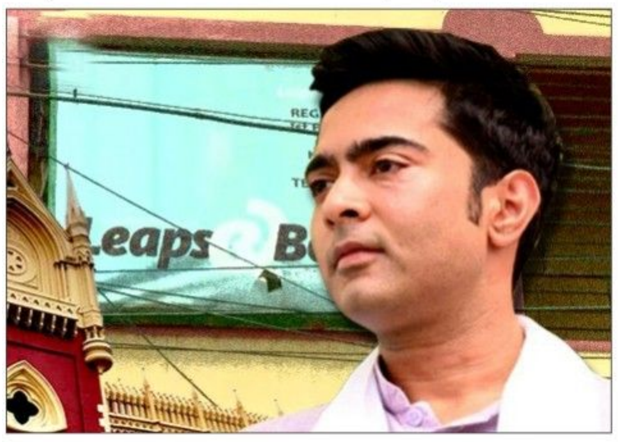

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসের কম্পিউটারে ডাউনলোড করা বিতর্কিত ১৬টি ফাইল নিয়ে বড় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ইডি সহ কোনও তদন্তকারী সংস্থাই প্রমাণ হিসেবে ওই ফাইলগুলি ব্যবহার করতে পারবে না । সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সরাসরি সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)-র কাছ থেকে ওই ১৬টি ফাইলের তথ্য জানতে চেয়েছেন।সোমবার মামলার শুনানিতে ইডির আইনজীবী জানান, ফাইগুলির প্রতিলিপি না নিয়েই চলে আসেন কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখার ওই আধিকারিক। তিনি আদালতের নির্দেশ অবমাননা করেছেন বলে জানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তোলেন ইডির আইনজীবী। যদিও রাজ্যের আইনজীবী সাফ জানান, এই দাবি মিথ্যা।

এরপরেই বিচারপতি জানিয়ে দেন, সিএফএসএল মুখবন্ধ খামে করে ফাইলগুলির বিষয়ে

এরপর ৩ পাতায়

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিয়েছেন মোদী,

রকেটের গতিতে ঘটছে বিকাশ, দাবি সংবাদমাধ্যমের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েক দশক ধরে ভারতে চলছিল রাজনৈতিক অস্থিরতায়। কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। খণ্ডিত জনাদেশের পাঁকে আটকে গিয়েছিল প্রগতি। কিন্তু, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধীনে ভারত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে চলেছে। যার ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার, সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।তবে, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে এই নিবন্ধে সতর্কও করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, সাধারণত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনও দেশ একবারই উন্নতির রকেটে সামিল হওয়ার সুযোগ পায়। এমন এক সময় আসে, যখন সব কিছু সেই দেশের পক্ষে চলে। ভারতে বর্তমানে সেই রকম এক সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্তমানে, গোটা বিশ্বে কর্মক্ষম সম্প্রদায়ের প্রতি চারজনের মধ্যে একজনই ভারতীয়। কিন্তু, বয়স তো আর থেমে থাকে না। আগামী কয়েক দশকে দেশের বয়স্ক জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। কাজেই, সময় থাকতে খাকতেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথাসম্ভব বাড়াতে হবে ভারতকে। সিটিগ্রুপ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের চিফ ইন্ডিয়া ইকোনমিস্ট সমীরণ চক্রবর্তীর ভাষায়, না-হলে 'ধনী হওয়ার আগেই বুড়ো হয়ে যাবে' দেশ। ব্রিটেনের টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লেখা সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে এমনটাই লেখা হয়েছে। নিবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতের সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল, তেমনই বৃদ্ধির পথে কিছু সমস্যাও রয়েছে। তবে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, ভারত লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের নিবন্ধে বলা হয়েছে, ভারত বিশ্বের

এরপর ৩ পাতায়

অসম থেকে আফস্পা প্রত্যাহারে

অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে হিমন্ত বিশ্বশর্মা

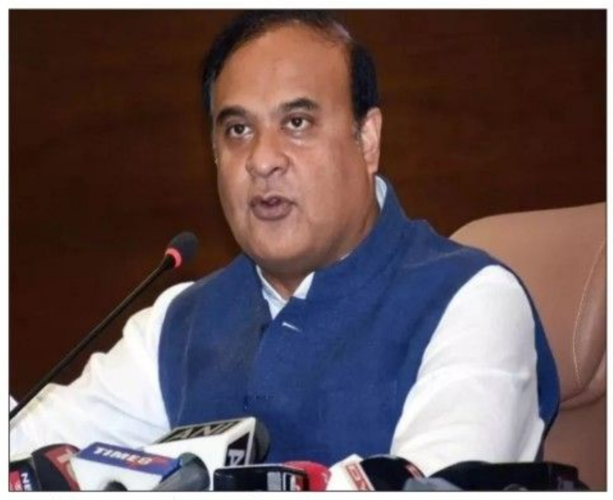

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : অসম থেকে আফস্পা বা আমর্ড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট পুরোপুরি তুলে নেওয়ার রূপরেখা নির্ধারণ করতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল নয়াদিল্লিতে।অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রায় তিন দশক ধরে অসমে আফস্পা বলবত রয়েছে।৬২ বার এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে । তিনি বলেন, "উত্তর পূর্ব ভারতের এখন সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত । গত তিন মাস ধরে অসমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে চারটি শান্তি আলোচনা করা হয়েছে । প্রায় ৮ হাজার বিদ্রোহী মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন ।"সোমবার ওই বৈঠক হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মধ্যে। পরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শ মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করবে তাঁর সরকার।

এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন হিমন্ত । সেখানে তিনি লিখেছেন, "অসম থেকে আমর্ড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট

এরপর ৩ পাতায়

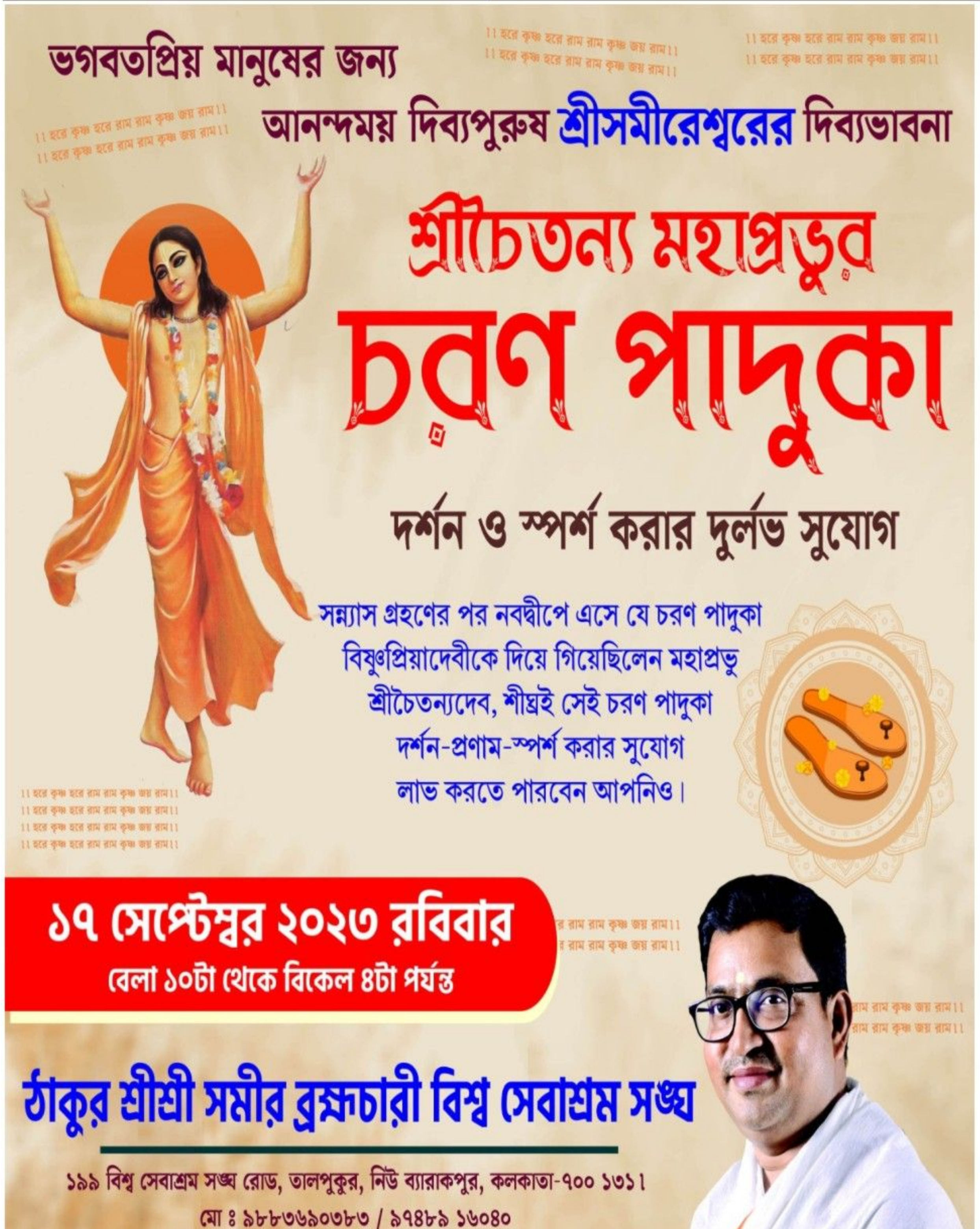

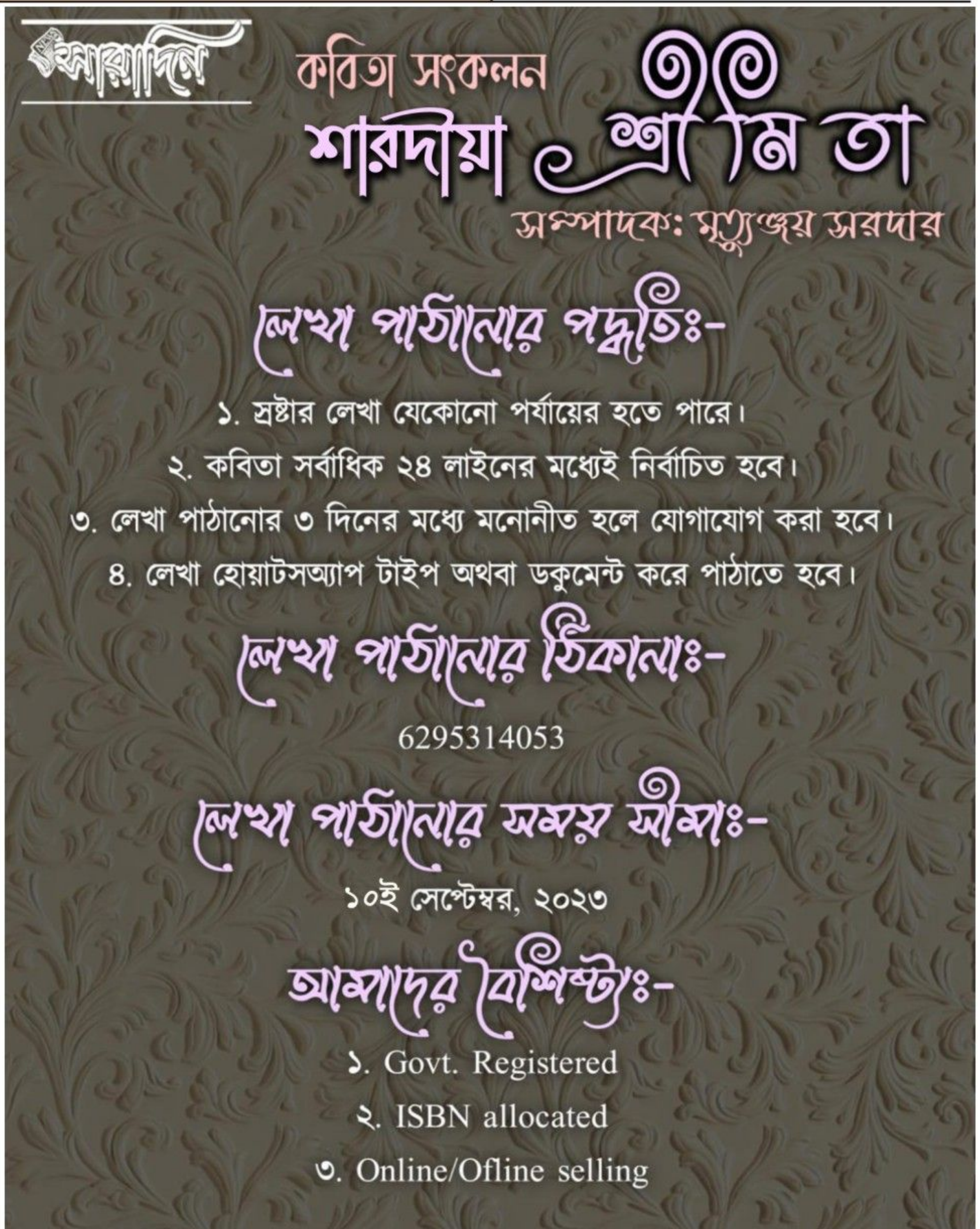

সিআইএসএফের স্টিকার লাগানো

গাড়ি থেকে উদ্ধার ২৩৪ কেজি গাঁজা

ডালখোলা, ৪ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। অভিনব কৌশলে অন ডিউটি সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স লেখা একটি গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা পাচার হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। আটক করা হয় গাঁজা ভর্তি কন্টেনার গাড়ি। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার পূর্ণিয়া মোড় এলাকায়। সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ২৩৪ কেজি। আর তার বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ টাকা। ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাড়ি চালককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই পাচার চক্রে কে বা কারা জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় রবিবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ডালখোলার এসডিপিও সৌম্যানন্দ সরকার বলেন, "আমাদের কাছে খবর ছিল যে দুটি গাড়িতে করে গাঁজা পাচার হচ্ছে। সেই মোতাবেক আমরা নাকা তল্লাশি শুরু করি। সেই সময়ে সন্দেহ হওয়ায় সিআইএসএফের স্টিকার লাগানো গাড়ি আমরা আটকাই। সেটিকে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসি। তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় বেশ কিছু তথ্য সামনে এসেছে, সেই সূত্র ধরেই গোটা ঘটনায় জড়িতদের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।" "রবিবার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, যে একটি গাড়িতে করে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। ঠিক সেই সময় থেকে ডালখোলা থানার পুলিশকর্মীরা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু করেন। তখনই আগরতলা থেকে একটি কন্টেনার গাড়িকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটিকে নিয়ে আসা হয় পুলিশ ক্যাম্পে। তল্লাশি চালাতেই বিভিন্ন কার্টুনের বাক্স এবং লাগেজের ভিতর থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার হয়।

ফের উত্তপ্ত জম্মু ও কাশ্মীর,

গুলির লড়াইয়ে খতম জঙ্গি

শ্রীনগর: নিউজ সারাদিন : ফের উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। জম্মু-কাশ্মীরে পুলিশ ও সেনার যৌথ অভিযানে খতম এক জঙ্গি। অন্য এক জেহাদির খোঁজে চলছে তল্লাশি। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন এক পুলিশকর্মী-সহ এক সেনা জওয়ান। এ বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীরের শীর্ষ পুলিশকর্তা মুকেশ সিং জানিয়েছেন, "পুলিশের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী রিয়াসি জেলার চাসানা অঞ্চলে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এই তল্লাশিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এখনও এক জঙ্গির খোঁজে অভিযান চালানো হচ্ছে। চাসানার তুলি এলাকার গলি সোহাব অঞ্চলে।" সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার চাসানা অঞ্চলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের কাছে ওই অঞ্চলে দুই জঙ্গির উপস্থিতির খবর ছিল। সেই তথ্য অনুযায়ী পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। এরপরই যৌথ বাহিনীর হাতে নিকেশ হয় এক জঙ্গি। অন্য এক জনের খোঁজে এখনও অভিযান চলছে।

গ্রেফতার যাদবপুরে হুমকি চিঠি

পাঠানো সেই অধ্যাপক! তার আসল পরিচয় জানলে চমকে উঠবেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিগত কিছুদিন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যুতে তোলপাড় রাজ্য। র‍্যাগিং এর শিকার হয়েছিলেনওই পড়ুয়া।

এরপর ৩ পাতায়

ডিসটার্ব' করা হচ্ছে পরিবারকে!

মমতা বললেন, 'যদিও আমি কারোর থেকে এক কাপ চা খাইনি'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ধনধান্য স্টেডিয়ামে শিল্পোদ্যোগীদের অনুষ্ঠানে গিয়ে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ইডি-সিবিআইয়ের কথা। এবার তাঁর দাবি, তাঁর পরিবারকে 'ডিসটার্ব' করা হচ্ছে। 'প্রতিহিংসা' শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কেস বন্ধ হবে না'বলেও মন্তব্য করেন মমতা। প্রসঙ্গত, গত ২০ অগাস্ট নিউ আলিপুরে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের দফতরে হানা দেয় ইডি। ১৮ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে প্রচুর নথি, ১টি হার্ড ডিস্ক ও ১টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে বেরোয় তারা। সেদিন বিকেলেই এক সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যখন খুশি ঢুকে পড়ছে। তার পর সবাইকে সেখান থেকে বার করে দিচ্ছে।"

পরের দিন, ২৩ অগাস্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইডি জানিয়েছিল, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের চিফ অপারেটিং অফিসার ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। আর সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে 'আমার অফিসে' তল্লাশি হয়েছে বলে দাবি করেন অভিষেক। অভিযোগ করেন, তাঁর সংস্থার কম্পিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনেক সময় অনেকে ডিসটার্ব করবেন। আমার পরিবারকেও সমস্যা করেছে। যদিও আমি কারোর থেকে এক কাপ চা খাইনি।" এর পরেই মমতার প্রশ্ন, একটি জিনিস কিনলেও কি তা নিয়ে 'ইডি-সিবিআই' তদন্ত করবে? মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এই কেস কখনও বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না প্রতিহিংসা শেষ হবে। যখন আপনি কোনও জিনিস কিনবেন, সেটা কি ইডি-সিবিআই তদন্ত করবে?"

কয়লা দুর্নীতি কাণ্ডে ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার তলব করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে। সম্প্রতি নিয়োগ প্রাথমিকে শিক্ষক দুর্নীতি মামলার একটি বিষয় নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে তল্লাশির সব তথ্য এবং নথি আদালতের সামনে পেশ করার আবেদন জানিয়েছেন। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একটি ই সি আই আর দায়ের করেছে ইডি। একই ইসিআইআর সূত্র ধরে অনেক কিছু হচ্ছে। কীভাবে সম্ভব এটা! এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অভিষেকের আইনজীবী।

১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : এতদিন উপাচার্য ছিলেন না এমন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরিক সহযোগিতা রেখে কাজ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। উচ্চশিক্ষা দফতর কিংবা সরকারি নির্দেশ তারা মানতে বাধ্য নন। এরকমভাবেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর এবং রাজভবনের সংঘাত ক্রমেই বাড়তে শুরু হয়েছে। তা নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামহল একপ্রকার বিরক্ত বলাই চলে। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা রকম প্রভাব পড়ছে বলেও মনে করছে শিক্ষামহলের একটা বড় অংশ। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে তিনি রাজ্যের প্রায় ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়, বেলগাছিয়ার পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীয় মতস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। উপাচার্য না থাকার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে সমস্যায় পড়ছিল তার সমাধানেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ বলে রাজভবন সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

দিনকয়েক আগে রাজ্যপাল জানান, রাজ্যের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই সেখানে তিনি নিজেই ওই বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন। এবার সেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করলেন তিনি। মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের যে সংঘাত ছিল তা আরও বড় আকার নিল বলেই মনে করছে। কারণ এক্ষেত্রেও উপাচার্য নিয়োগের উচ্চশিক্ষা দফতর কিংবা সার্চ কমিটির কোনও ভূমিকা ছিল না। বিজ্ঞপ্তিএদিকে গত শনিবার রাজভবনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জানানো হয় যে, আচার্যের পর এবার উপাচার্যই সব। মানতে হবে না সরকারকে। এমনকী বলা হয়েছে, সরকারি নির্দেশের বদলে উপাচার্যের নির্দেশ মেনে চলতে হবে তাঁদের। আচার্যের পরে উপাচার্যই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যদিও এই পুরো বিষয়ে আইনি পরামর্শের কথা একাধিকবার বলেছেন। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। মূলত উচ্চশিক্ষা দফতরের নিয়ম মেনেই কাজ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার থেকে শুরু করে অন্য পদাধিকারীরা। তবে এবার তাতেই বদল হল। রেজিস্টারকেও মানতে হবে উপাচার্যের কথা।

সপ্তার প্রথম দিনে ডায়মন্ড হারবারে

অবৈধ যানবাহন বন্ধের দাবিতে ৩ দিনের ধর্মঘটে,বাস বন্ধে চরম ভোগান্তি, নাজেহাল নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ

বাইজিদ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : ধর্মঘটে স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস,সোমবার সকালেই ডায়মন্ড হারবার এ তার নমুনা চোখে পড়েছে। ডায়মন্ড হারবার বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীরা ভিড় করলেও তাদের অনেকেই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। কেউ কেউ বেশি ভাড়া দিয়ে অন্য গাড়ি করে নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা দেন। জানা যায় অবৈধ যানবাহনের দাপটের বিরুদ্ধে তিনদিনের ডায়মন্ড হারবার এ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এলাকার সমস্ত বাস ও মিনিবাস সংগঠন। আজ সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে এই ধর্মঘট। যার জেরে বেহাল যাত্রী পরিবহেবা। সপ্তাহের প্রথম দিন বাস মিনিবাস না পেয়ে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের।

অবৈধ অটো ও যানবাহন বন্ধ সহ একগুচ্ছ দাবিতে তিনদিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে জয়েন্ট কমিটি অফ বাস অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখা। তাদের এই ধর্মঘটে সকাল থেকেই রাস্তায় মেলেনি কোনো বাস, চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। কলকাতার সঙ্গে সংযোগকারী ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ,বকখালি, পাথরপ্রতিমা প্রায় হাজারের কাছাকাছি বেসরকারি বাস চলে। কোনও সমাধান সূত্র না বেরোলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে মনে করেছেন যাত্রীরা। সোমবার সকালেই তার নমুনা চোখে পড়েছে। বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীরা ভিড় করলেও তাদের অনেকেই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। কেউ কেউ বেশি ভাড়া দিয়ে অন্য গাড়ি করে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন।

বাস সংগঠনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধ গাড়ি চলছে,এর ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। প্রশাসন এবং আরটিও কে জানিয়েও কোন সমাধান হয়নি। অবৈধ অটো বন্ধ করুন ডায়মন্ড হারবারে বাস মিনিবাস মালিকদের হুংকার, অবিলম্বে অবৈধ গাড়ি বন্ধ করা না হলে তারা বাস বন্ধ করে লাগাতার আন্দোলনের পথে যাবেন।

অসৎ প্রোমোটারদের ব্ল্যাক লিস্টেড করে

কড়া পদক্ষেপের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য সরকারের সহায়তায় ও জমি সরলীকরণ নীতির ফলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা গত ১২ বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। আগামী দিনে এই ব্যবসার আরও অগ্রগতি ঘটবে বলে রিয়েল এস্টেট কনভেনশনের মঞ্চ থেকেই দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই সেক্টরে অনেক অসত ব্যবসায়ী রয়েছেন। অন্যদিক, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারেও ক্রেডাই-কে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, মেডিক্যাল কলেজ, টাউনশিপ, যা খুশি করতে পারেন। তবে কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট রূপরেখা দিতে হবে। বর্তমানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পই অগ্রাধিকার বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের সতর্ক করে রাজ্য পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে এরকম বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিন রিয়েল এস্টেট কনভেনশন মঞ্চে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনেক ব্ল্যাক লিস্টেড প্রোমোটার আছে, যারা টাকা নিয়ে নেয় কিন্তু বাড়ি দেয় না। সম্প্রতি এরকম অনেক ঘটনা সামনে আসছে। ডিজি ও পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ, এই ধরনের অভিযোগ এলে কড়া পদক্ষেপ করুন এবং তাঁদের ব্ল্যাক লিস্টেড করুন।" একইসঙ্গে আবাসন ব্যবসায়ীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, "যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে, বাড়ি নেই, তাদের জন্য বাড়ি করে দিন। সেটা দামি নয়, একটু সস্তায় করে দিন, যাতে তারা কিনতে পারে।"

১-ম পাতার পর

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিয়েছেন মোদী, রকেটের গতিতে ঘটছে বিকাশ, দাবি সংবাদমাধ্যমের

বৃহত্তম গণতন্ত্র। ৬০০টিরও বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই ভারতে জোটের রাজনীতি রয়েছে। বিবিধ জনমত রয়েছে। তবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি টানা দুবার সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। আগামী মে মাসের নির্বাচনে হ্যাটট্রিক করতে পারে তারা। কংগ্রেস দল ক্রমে শক্তি হারিয়েছে। সেই জায়গায় বিজেপি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিয়েছে। এর ফলে গত কয়েক বছরে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার, সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলির উন্নতি এবং দেশের পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি করতে পেরেছে সরকার।নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, বর্তমান অর্থনৈতিক অনুমান অনুযায়ী, আগামী চার বছরের মধ্যেই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। বর্তমানে, কর্মক্ষম জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের এক নম্বর দেশ চিন। সেই দেশের প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি মানুষ এই তালিকায় রয়েছে। যা পাকিস্তানের জনসংখ্যারও বেশি। কিন্তু, আগামী ৭ বছরের মধ্যেই কর্মক্ষম জনসংখ্যায় চিনকে ছাপিয়ে যাবে ভারত। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে দেশিয় উৎপাদন অর্থাৎ, জিডিপির উপর। অর্থনৈতিক অনুমান অনুসারে আগামী ১০ বছরে ভারতের জিডিপি দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৮.৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার হতে চলেছে। এই সকল অর্থনৈতিক অনুমান ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। তাছাড়া, কোভিড মহামারির পর বিশ্বায়নের গতি বিপরীতমুখী হয়েছে। এই পরিস্থিতিও ভারতের পক্ষে যাওয়া উচিত।

১-ম পাতার পর

অসম থেকে আফস্পা প্রত্যাহারে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে হিমন্ত বিশ্বশর্মা

সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের জন্য রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করতে আমি আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করেছি। অসম সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে ।"১৯৫৮ সালের এই আমর্ড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট বা আফস্পা সাধারণত অশান্ত এলাকায় বলবত করা হয় । এই আইনের বলে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করলে অনুসন্ধান, গ্রেফতারি ও গুলি চালানোর বিশেষ ক্ষমতা থাকে । সেই কারণে এই আইন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে অনেক । অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে অনেক । এই আইন তুলে দেওয়ার জন্য আন্দোলন হয়েছে বহুবার । বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারত এই আইন নিয়ে আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে। অসমেও এই আইন দীর্ঘ সময় ধরে বলবত ছিল । ২০২২ সালের ১ এপ্রিল অসমের ৯টি জেলা ও একটি জেলার একটি মহকুমা ছাড়া বাকি অংশ থেকে তুলে নেওয়া হয় । সেই সময় এখন উত্তর পূর্ব ভারতের এই রাজ্যের আটটি জেলায় সীমাবদ্ধ রয়েছে । সেই জেলাগুলি হল তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, চরাইদেও, শিবসাগর, জোড়হাট, গোলাঘাট, কার্বি আংলং ও দিমা হাসাও ।এবার সেই এলাকাগুলি থেকে আফস্পা তুলতে উদ্যোগী হল অসম সরকার । যদিও ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে এই আফস্পা তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা । চলতি বছরের শেষের মধ্যেই এই আইন সরানোর কথা বলেছিলেন তিনি ।

১-ম পাতার পর

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ১৬টি ফাইল প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, ইডিকে নির্দেশ হাইকোর্টের

তথ্য জমা দেবে আদালতে। আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টেয় এই মামলার পরবর্তী শুনানি।মঙ্গলবার এ বিষয়ে সিএফএসএল-কে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১৬টি ফাইল কীভাবে এল লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার কম্পিউটারে, লালবাজারের তরফে সেই প্রশ্ন ইডির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আগেই। সেই প্রশ্নের উত্তরে ইডি জানিয়েছিল, মিথিলেশ কুমার মিশ্র নামে তাঁদের এক অফিসার নিজের মেয়ের হস্টেলের খোঁজ করছিলেন সংস্থার কম্পিউটার থেকে। সেসময়ই ডাউনলোড হয়ে যায় ফাইলগুলি। তারপরই অভিষেকের আইনজীবী বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা করেন। মামলার শুনানিতে বিচারপতি ওই ১৬টি ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। শনিবার সেই মামলার শুনানিতে তিনি জানান, ইডির মিথিলেশ মিশ্র, কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখার অমিতাভ সরকারের উপস্থিতিতে ফাইলগুলির প্রতিলিপি করতে হবে। সেগুলি কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে। তারপর বিশেষজ্ঞরা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবেন। সেই রিপোর্টই আদালতে জমা দেবেন দুই অফিসার। তারপর ইডিও রিপোর্ট দেবে। সব খতিয়ে দেখে মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ ২০২৩-এর প্রথম দিনে

দেশজুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ কর্মসূচি পালিত হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে ষষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ পালন করছে। রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ ২০২৩-এর প্রথম দিনটিতে দেশজুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ কর্মসূচি পালিত হল। মূল থিমগুলি ছিল 'ইমপ্রুভিং নিউট্রিশন থ্রু মিশন লাইফ' এবং 'এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং অ্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং'। সুপোষিত ভারতের লক্ষ্যে এই জন আন্দোলনে প্রত্যেক নাগরিকের শামিল হওয়া জরুরি। রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ ২০২৩-এর উদ্বোধনে সারা দেশের আধিকারিক এবং অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা সমবেত হন বিভিন্ন ধরনের পথের প্রসার ঘটাতে এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে। সেইসঙ্গে পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের দায়বদ্ধতার জন্য সংকল্প নিতে। এ বছর পোষণ মাহ ২০২৩-এর লক্ষ্য মিশন পোষণ টু-এর মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবনচক্রের মাধ্যমে অপুষ্টির সার্বিক মোকাবিলা। পোষণ মাহ ২০২৩-এর মূল ভাবনা গর্ভাবস্থা, শৈশবাবস্থা, বাল্যাবস্থা এবং বয়ঃসন্ধিকাল- জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলির বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা। 'সুপোষিত ভারত, সাক্ষর ভারত, সশক্ত ভারত' এই থিমের মাধ্যমে দেশজুড়ে পুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করাই এর লক্ষ্য। একমাস ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে দেশজুড়ে সমন্বিত প্রয়াসে তৃণমূল স্তরে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। চলবে প্রচারাভিযান। যেখানে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে মাতৃদুগ্ধ এবং অতিরিক্ত পুষ্টিযুক্ত খাদ্যের ওপর।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

মহাত্মা গান্ধী সমগ্র বিশ্বের জন্য অমূল্য উপহার, বাপুর আদর্শ ও মূল্যবোধ চিরন্তন : রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লির রাজঘাটের কাছে 'গান্ধী ভাটিকা'-র শুভ উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১২ ফুটের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন রাষ্ট্রপতি। রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধের কাছে গান্ধী দর্শন চত্বরে অবস্থিত রয়েছে গান্ধীজির এই ১২ ফুটের মূর্তিটি।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, "গান্ধীজির আদর্শ ও মূল্যবোধ আজও আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যে প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে যুবক ও শিশুরা গান্ধীজি সম্পর্কে যতটা সম্ভব অধ্যয়ন করে, তার ধারণাগুলিকে জানে এবং একত্রিত করে।"সোমবারের এই অনুষ্ঠানে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনাও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি নিজের বক্তৃতায় এদিন বলেছেন, "মহাত্মা গান্ধী সমগ্র বিশ্বের জন্য অমূল্য উপহার, বাপুর আদর্শ ও মূল্যবোধ চিরন্তন। গান্ধীজির দেখানো পথে চললে বর্তমানেও বিশ্ব শান্তির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।" রাষ্ট্রপতি বলেছেন, "গান্ধীজী জনজীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও পরিচ্ছন্নতার ওপর অনেক জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নৈতিকতার জোরে অহিংসার মাধ্যমে হিংসার মোকাবিলা করা যায়।..গান্ধীজির কাছে গোটা বিশ্ব ছিল একটি পরিবার। এখন জি-২০-র নেতৃত্ব দেওয়ার সময়, ভারত বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-সহযোগিতা এবং বিশ্ব-শান্তি উন্নীত করার চেষ্টা করছে।আমি নিশ্চিত যারা জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন তারা 'গান্ধী দর্শনে' আসবেন এবং গান্ধীজি সম্পর্কে জানতে পারবেন।"

নতুন দিল্লিতে আয়োজিত অষ্টাদশ জি-২০ শিখর সম্মেলনের

মূল আকর্ষণ ডিজিটাল ইন্ডিয়া এক্সপেরিয়েন্স জোন

নয়াদিল্লি, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : অষ্টাদশ জি-২০ শিখর সম্মেলন আয়োজনের জন্য প্রস্তুত নতুন দিল্লি। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। সারা বছর ধরে জি-২০'র যেসব মন্ত্রী বা পদস্থ আধিকারিক পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে নতুন দিল্লির শিখর সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের নেতারা যৌথ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করবেন। নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর এই জি-২০ শিখর সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ, পুণে এবং বেঙ্গালুরুতে জি-২০'র ডিজিটাল অর্থনীতির কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক সফলভাবে আয়োজন করে ভারত সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। এই বৈঠক থেকে মূল যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে, তা হ'ল - জি-২০ দেশগুলি ভারতের সভাপতিত্বে, ডিজিটাল জনপরিকাঠামো এবং ডিপিআই-এর জন্য ভবিষ্যতে জোট গঠন করার মতো বিষয়ে সম্মত হয়েছে। ৬টি দেশের মধ্যে ইন্ডিয়া স্ট্যাক পোর্টফোলিও-র বিষয়ে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন দিল্লিতে আয়োজিত অষ্টাদশ জি-২০ শিখর সম্মেলনের মূল আকর্ষণ হ'ল - ডিজিটাল ইন্ডিয়া এক্সপেরিয়েন্স জোন। জি-২০'র প্রতিনিধিদের ডিজিটাল জনপরিকাঠামো ও ভারতে যে সফলভাবে ডিজিটাল লেনদেন চলে, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্যই এই ক্ষেত্রটি গড়ে তোলা হয়েছে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া এক্সপেরিয়েন্স জোন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া সেন্টার: প্রগতি ময়দানের ৪ ও ১৪ নম্বর হল-এ ডিজিটাল ইন্ডিয়া এক্সপেরিয়েন্স জোন গড়ে তোলা হয়েছে -

- জীবনযাত্রার সরলীকরণ
- বাণিজ্যের সরলীকরণ
- সুশাসনের সরলীকরণ

এই তিনটি বিষয় বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হবে। আধার, ডিজি-লকার, ইউপিআই, ই-সঞ্জিবনী, দীক্ষা, ভাষিনী এবং ওএনডিসি-এই ৭টি নির্বাচিত উদ্যোগ জি-২০'র প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হবে। মুখাবয়ব সনাক্তকরণের মাধ্যমে আধার তৈরির বিষয়টি সরাসরি দেখানো হবে। অতিথিরা নিজেরা হাতে-কলমে ভারতের ডিজি-লকার সম্পর্কে শিখতে পারবেন। প্রদর্শনীতে ই-সঞ্জিবনী তুলে ধরার মূল লক্ষ্য - হৃদরোগ, মানসিক সুস্বাস্থ্য, চক্ষু রোগ বা সাধারণ বিশেষজ্ঞের মতো বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা, অনলাইনে পরামর্শ প্রদান এবং ই-প্রেসক্রিপশন প্রদান করা। ২০১৪ সাল থেকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র পথ চলার উল্লেখযোগ্য দিকগুলিও দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। জিআইটিএ কিয়স্কে দর্শনার্থীরা পবিত্র বই শ্রীমদ্ভগবতগীতা সম্পর্কে তাঁদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাবেন। জি-২০'র সদস্যদের জন্য ডিজিটাল ভারতের অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে।

২ পাতার পর

গ্রেফতার যাদবপুরে হুমকি চিঠি পাঠানো সেই অধ্যাপক! তার আসল পরিচয় জানলে চমকে উঠবেন

মৃত ছাত্রের পরিবারের এই অভিযোগের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম গ্রেফতার করা হয় সৌরভ চৌধুরী নামের এক প্রাক্তনীকে।তবে ওই আবাসনে পৌঁছেই পুলিশের কাছে হাড়হিম করা তথ্য উঠে আসে। আবাসিকদের অভিযোগ পূর্বে আবাসনের একাধিক বাসিন্দাকেও ওই ধরনের চিঠি পাঠিয়েছেন অধ্যাপক। সেসব চিঠিতে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি কখনও কখনও গর্ভনিরোধক জিনিসপত্রও পাঠাতেন বলে অভিযোগ আবাসিকদের। পুলিশ জানতে পারে টালা থানাতেই এই অধ্যাপকের নামে একাধিক অভিযোগ দায়ের রয়েছে। হুমকি চিঠির পাশাপাশি এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এতদিন পর অবশেষে তার নাগাল পেল পুলিশ।বর্তমানে পুলিশ হেফাজতেই তিনি। এই মধ্যে দুদিন আগে সেই সৌরভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে চিঠি (এঃযবৎধঃ খবঃঃবৎ) আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও যুগ্ম রেজিস্ট্রারের কাছে। এই হুমকি চিঠি আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। চিঠিতে হুমকি হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই আধিকারিককে বাজে ভাষায় গালিগালাজ করারও অভিযোগ ওঠে। এরপরই এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। শুক্রবার সন্ধেয় আসা সেই চিঠি ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারেন যিনি ওই চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাণা রায়। চাঞ্চল্যকর সব তথ্য সামনে আসে ওই অধ্যাপককে নিয়ে। পুলিশ জানতে পারে এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে ওই অধ্যাপক নামে। বহুদিন থেকে তার খোঁজ চলছিল। অবশেষে এদিন অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে ভুবনেশ্বর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। চিঠি কাণ্ডে থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হতেই ওই চিঠির ঠিকানা দেখেই ওই ব্যক্তির খোঁজ করে পুলিশ। তার ফ্ল্যাটেও পৌঁছে যায় পুলিশ। তবে গিয়ে দেখেন সেই ফ্ল্যাটে তালা ঝোলানো।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৪৫ সংখ্যা ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ১৮ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সহজলভ্য হবে চিকিৎসাও! বড় উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

বর্তমানে মোট ২৩ টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । কিন্তু ক্রমাগত রোগীর চাপ বাড়ছে এই কলেজগুলিতে। পাশাপাশি প্রতিবছর যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তারি পাশ করছেন তাদের দিয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের ঘাটতি পূরণ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার চাইছে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ানোর।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক গোটা দেশে ৫০ টি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার অনুমতি দেয় গত জুন মাসে। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দুটি মেডিকেল কলেজ পেয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রতি বছর এমবিবিএস-এ ভর্তি হতে পারেন ৫১০০ পড়ুয়া। সেক্ষেত্রে নতুন মেডিকেল কলেজ খোলা হলে আসন সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার ছাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুক মাণ্ডব্য কয়েকদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে কলকাতায় আসেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সাথে দেখা করে আরো মেডিকেল কলেজ খোলার আবেদন জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্বাস্থ্য সচিব বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীর অনুপাতে বেশ কমেছে চিকিৎসকের সংখ্যা।

রাজ্যে নতুন মেডিকেল কলেজ খোলা একান্ত দরকার। আরো নতুন চারটি মেডিকেল কলেজ খোলার বিষয়ে আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই আবেদনের মৌখিকভাবে সাড়া দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেলায় জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।

রোগীদের সুবিধার্থে বেডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে জেলা ও মহাকুমা হাসপাতালগুলিতে। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ন্যাশনাল হারবাল হেলথ মিশনে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এত পরিমাণ হাসপাতাল ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গড়ে তোলা হলেও চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেশ কম।

স্বাস্থ্য দপ্তর বলছে প্রতি বছর যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তারি পাশ করছেন তাদের দিয়ে চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্যের এক স্বাস্থ্যকর্তার কথায়, প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার অনুমতির জন্য।

মাঝআকাশে পাখির ধাক্কা

ইন্ডিগোর বিমানে, জরুরি অবতরণ পাইলটের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: বিমান সবে আকাশে উড়েছিল। তার পরেই ভয়ংকর কাণ্ড। বিপজ্জনকভাবে একটি পাখির সঙ্গে ধাক্কা লাগে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের উড়ানটির। বিপদ বুঝে পাইলট যোগাযোগ করেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এর পর ঝুঁকি না নিয়ে জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে।দুই সপ্তাহ আগেই নাগপুরে (Nagpur) জরুরি অবতরণ করানো হয় রাঁচীগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানকে। মাঝআকাশে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিমানের মধ্যে আচমকা রক্তবমি করতে শুরু করেন ৬২ বছরের ডি তিওয়ারি। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হলে বিমান অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন চালক। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত যাত্রীকে বাঁচানো যায়নি।সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে । যাত্রী এবং বিমানকর্মীরা অক্ষত আছেন বলেই জানা গিয়েছে।

সোমবার সকালে বিপত্তি হয় ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর ৬ই২০৬৫ বিমানে। টেকঅফের কিছু পরেই মাঝআকাশে পাখির সঙ্গে ধাক্কা লাগে উড়ানটির। বিপদ বাড়তে দেননি পাইলট। দ্রুত ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরেই জরুরি অবতরণ করান তিনি। ইন্ডিগো সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই উড়ানের যাত্রীদের জন্য বিকল্প উড়ানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপতত সমস্যা মিটেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

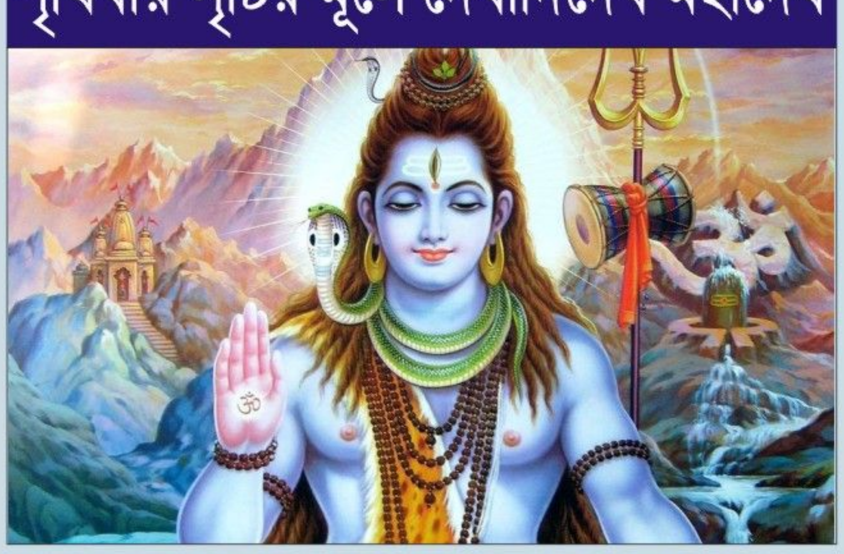

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বাংলায় তিনি গঞ্জিকাসেবী ভুঁড়িওয়ালা এক আলাভোলা ব্যক্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মালদা মুর্শিদাবাদে গাওয়া হয় গমীরা ও গম্ভীরা। কথিত আছে, এক সাধু শিব ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হল:

অবতারবাদে বিশ্বাসঃ

হিন্দু ধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী। অবতার অর্থ হলো অবতরণকারী। হিন্দুশাস্ত্রের পরিভাষায় স্বর্গ থেকে ঈশ্বর মনোনীত যে মহাপুরুষগণ মানুষকে নীতি শিক্ষাদানের জন্য মর্তে আগমন করেন তাঁদেরকে অবতার বলা হয়। সাধারণত জগৎ-জীবনকে দিব্য প্রকৃতিতে উঠাবার এবং ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অবতারগণ আগমন করে থাকেন।

পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সহাবস্থান:

হিন্দু ধর্মে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্ম বলতে কোন একটি বিশেষ ধরনের ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে বুঝায় না; বরং এ ধর্মে বিভিন্ন মনীষী ও মাহপুরুষদের দ্বারা প্রাপ্ত ধর্ম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার একত্র সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কাজেই এই ধর্মে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এ ধর্ম পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সহাবস্থান সম্বলিত বৈচির্ত্যময় ধর্ম। এমন বিচিত্র ব্যাপার প্রচলিত ধর্মসমূহের আর কোনটিতেও দেখা যায় না।

জরা জীবন থেকে মুক্তি লাভে বিশ্বাস:

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হল,

(ক) কর্মের মাধ্যমে এবং

(খ) জ্ঞানের মাধ্যমে জাগতিক জরা জীবন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

এ ধর্মের নীতি হল, নিষ্কাম সাধনা, অর্থাৎ কর্তব্যের খাতিরে মরে যাও, তবুও ফলের আশা করো না। এ ধর্ম বলে, কর্মের মাধ্যমে যে মুক্তি লাভ করা যায় তা হল স্বর্গলাভ।

(গ) এতে আরো মনে করা হয়, ঈশ্বরের করুণার মাধ্যমেও মুক্তি লাভ করা যায়।

পুনর্জন্ম মতবাদে বিশ্বাস:

হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুনর্জন্মে বিশ্বাস। পুনর্জন্মের অর্থ হলো জীবের মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে আগমন করবে। গীতায় বলা হয়েছে,ওমানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ গ্রহণ করবে। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হল পুনর্জন্মবাদ যা অদ্বৈতবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রাচীন বৈদিক যুগে এর অস্তিত্ব ছিল না।তখন পর্যন্ত হিন্দুদের ভিতর এই জড়-পার্থিব জীবন সম্পর্কে আশাবাদী দৃষ্টিকোণ ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর তারা চিরকাল চালু থাকবে। তাদের ধারনা ছিল এমন যে, মৃত্যুর পর তারা পূণ্য কাজের জন্য স্বর্গে প্রবেশ করবে আর মৃত্যুর পর তারা নরকে প্রবেশ করবে যদি তারা ভাল কাজ সম্পন্ন না করে যায়।কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা তাদের এই ধ্যান-ধারনাকে বিসর্জন দিয়ে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। এই পুনর্জন্মে তাকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। আর এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে। এই ধ্যান-ধারনা হিন্দুদের হীনবল ও নিম্নমুখী করে তুলে।তার উপর এক হতাশাব্যঞ্জক ঔদাসীন্য মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।উপরুন্ত এই বিশ্বাস থেকেই অদৃষ্টবাদের রপগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ মানুষের ভাগ্য তার পুনর্জন্মবাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। শত চেষ্টা করলেও তা পরিবর্তন করতে পারবে না। মানুষ তার কৃতকর্মের দরুন নিম্ন জীব-জানোয়ারের রুপে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

অদ্বৈতবাদ:

হিন্দুধর্মে আরাধ্যের আধিক্য তার অদ্বৈতবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। অদ্বৈতবাদ হল সকল দেব-দেবী ও সকল প্রাকৃতিক শক্তি যেমনঃ বায়ু, পানি, নদী, ভূমিকম্প,মহামারী ইত্যাদি এক একক প্রাণশক্তির বিভিন্নরুপ আছে।

কর্মবাদে বিশ্বাস:

কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে অবশ্যই তার নিজ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। যেমন- সৎকর্মের ফল পুণ্য বা সুখ এবং অসৎ কর্মের ফল পাপ ও দুঃখ।

অধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস:

হিন্দু ধর্ম আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী।

ঈশ্বরের প্রতি বিভিন্নধর্মী বিশ্বাস:

ঈশ্বরের আকার প্রসঙ্গে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই ধর্ম বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে। হিন্দুদের বড় তিনজন দেবতা হল ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও শিব। এদের আওতাধীন রয়েছে আবার অসংখ্য দেব-দেবী। তাদের বিশ্বাস হল এই যে, ব্রহ্মা হল বিশ্বজগতের স্রষ্টা,বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শিব সংহারকর্তা। হিন্দুগণ বিশ্বাস করে যে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পর থেকে ব্রহ্মার সাথে সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই।তাই তারা শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে তারা একাধিক কেউ নয় বরং তারা সকলে একই সত্ত্বার অধীনভূক্ত।তারা এভাবে করে একেশ্বরবাদের বিশ্বাসী।কিন্তু কেউ শিবের প্রতি আবার কেউ বিষ্ণুর প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করে থাকে। এভাবে করে তাদের ভিতর নানা সম্প্রদায় তথা বৈষ্ণব,ব্রাহ্মণ,শৈব্য,শাত্য ও গানপতা সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়।

বেদে অকুণ্ঠ বিশ্বাস:

এ ধর্মের অনুসারীরা ঐশ্বীগ্রন্থরূপে বেদের অস্তিত্ব এবং কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে।তাছাড়া বর্তমানে হিন্দু ধর্ম তার পুরাণ তথা প্রাচীন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হল প্রাচীন ধর্মলিপি। এগুলোতে বিশ্ব সৃষ্টির অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

ভিন্ন ধারার একেশ্বরবাদ:

হিন্দু ধর্মে অসংখ্য দেবদেবীর অস্তিত্ব থকলেও মূলত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্ম এক পরম আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাসী। এ ধর্ম মনে করে যে, পরম ঈশ্বর বহু ঈশ্বরের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কাজেই হিন্দু ধর্ম প্রচলিত সকল ধর্মে বিশ্বাসের বাইরে এক বিশেষ ধরনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

বর্ণশ্রমে বিশ্বাস:

এ ধর্মে বর্ণাশ্রমের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলা হয়। যা হল ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র।হিন্দুরা বিশ্বাস করে থাকে যে, ব্রাহ্মণরা স্রষ্টার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়রা স্রষ্টার বাহু থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে, শুদ্ররা স্রষ্টার পা থেকে সৃষ্টি। এখানে ব্রাহ্মণদের কাজ হল ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব বহন করবে, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ব পরিচালনা ও দেশ পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকবে, বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কার্য সম্পাদন করবে এবং শুদ্রগণ উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সম্প্রদায়ের সেবা-শুশ্রুষা করবে।

জীবনের স্তরবিন্যাস:

হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে, মানুষের জীবনের স্তর চারটি। যেমন-

ক. ব্রহ্মচর্য: এ স্তর জন্ম থেকে ২৫ বছরকাল পর্যন্ত। এ স্তরে মানুষ লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকবে।

খ. গার্হস্থ্য: এ স্তর ২৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত স্থায়ী। এ সময়ে সংসার ধর্ম পালন করবে।

গ. বানপ্রস্থ: এ স্তর ৫০ থেকে ৭৫ বছর পর্যন্ত। এই সময়ে মানুষ তৃতীয় আশ্রম তথা নির্জনবাসে ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন থাকবে।

ঘ. সন্ন্যাস: এ স্তর ৭৫ বছর থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত। এ সময়ে মানুষ সংসার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ঈশ্বর লাভে জপ-তপ করবে।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কারো মতে, হিন্দু ধর্মের ক্রমবিকাশ সূচনা হয় বৈদিক যুগ থেকেই। বেদের যুগ ছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে।

আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে, মধ্য এশিয়া থেকে আসা আর্য জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসে যে ধর্মাচারণের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তারই এক পরিবর্তিত রূপ আজকের হিন্দুধর্ম। খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০০-২৬০০ অব্দের দিকে যখন কিনা হাপ্পান যুগ ছিল ঠিক সেই সময়ই এ ধর্মের গোড়ার দিক। অনেকের মতে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০-৫০০ অব্দ। কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষকদের মতে আর্য বা অৎুধহ জাতিগোষ্ঠি ইউরোপের মধ্য দিয়ে ইরান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০ অব্দের মধ্যে, তারাই ভারতে বেদ চর্চা করতে থাকে এবং তারা সমগ্র ভারতে তা ছড়িয়ে দেয়। সেই সূত্রে আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ হিন্দু ধর্মের প্রধান আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।আর্যগণ প্রথমে উত্তর ভারতে সিন্ধুতে অবস্থান শুরু করে। এরপর তারা উত্তর প্রদেশে বসতি গড়ে তুলে।এখান থেকে উত্তর ভারতে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে।এই সময়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ফের যে কারণে আলোচনায় একসঙ্গে সালমান-আলিয়া!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা হয়েছিল 'ইনশাআল্লাহ' ছবির। ছবিতে জুটি হিসেবে একে অপরের বিপরীতে কাজ করার কথা ছিল সালমান খান ও আলিয়া ভাটের। শুধু তাই নয়, এ ছবিতেই সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে প্রথম কাজ করার কথা আলিয়া ভাটের। সালমান খানের রেওয়াজ মেনে ২০২০ সালের ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'ইনশাআল্লাহ'-এর। সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও সেই ছবি তৈরি হয়নি। তবে ফের একই খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে। শোনা যাচ্ছে, তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। ছবিটি তৈরি করা নিয়ে বানসালি প্রোডাকশন হাউসের সিইও প্রেরণা সিং বলেন, এটি একটি খুব ভালো গল্প। যদি কল আসে, তবে কাজটি হবে। এখন পর্যন্ত কোনো তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যতের কথা কেউ-ই জানে না।

এদিকে বর্তমানে সঞ্জয় লীলা বানসালি তার পিরিয়ড ড্রামা ছবির কাজে ব্যস্ত। ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করছেন তিনি। সোনাক্ষী সিনহা, অদিতি রাও হায়দরি, রিচা চাড্ডা, মনীষা কৈরালাসহ আরও অনেক অভিনেত্রী থাকছেন সিরিজে। তেমনই এর পর বৈজু বাওরা ছবি নির্মাণ করবেন সঞ্জয় লীলা বানসালি। যেখানে দেখা যাবে রণবীর সিংকে।

শেষ তার নির্মিত গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি পেয়েছিল জাতীয় পুরস্কার। ৬৯তম জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন আলিয়া। ছবির প্রধান চরিত্রে দেখা গেছে আলিয়াকে। ছবিতে আলিয়া ছাড়াও ছিলেন অজয় দেবগন, জিম সার্ভ, শান্তনু মহেশ্বরী।

যে নায়কের সঙ্গে বাস্তবেও রোমান্স ছিল তিন নায়িকার!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের দুই অভিনেতা সালমান খান ও বিবেক ওবরয়ের যু.দ্ধ নিয়ে তোলপাড় ছিল বলিউড পাড়া। যাকে নিয়ে দুই অভিনেতাদের মধ্যে এত তিক্ততা তিনি হলেন প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড এবং মনোমুগ্ধকর অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই।

সালমানের সঙ্গে তিক্ত বিচ্ছেদের কাঁটা মুছে বিবেকের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া, খবরটা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি সালমান খান। আর সেই ক্ষোভে বিবেককে টার্গেট করলেন বলিউডের 'ভাইজান'। এক রাতেই বিবেককে ৪১ বার ফোন করে হুমকি দেন সালমান। সালমানের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করে তোলপাড় সৃষ্টি করেন বিবেক। ঐশ্বরিয়া রাই, রানী মুখার্জি, দিয়া মির্জার সঙ্গে বিবেকের প্রেম চলছে এমন সালমান অশালীন ইঙ্গিত দিলেন সালমান! এমনই অভিযোগ করলেন 'সাথিয়া' ছবির অভিনেতা। বিবেক একটি সংবাদ সম্মেলনে একের পর এক সালমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে সালমান তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।

বিবেক বলেন, এক রাতে সে আমাকে ৪১ বার ফোন করেছে। মাতাল বলে গালিগালাজ করে। সে জানতে চায়, আমি কার সাথে সম্পর্কে আছি। শুনে আমি বলি, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এরপর সালমান একে একে অভিনেত্রীদের নাম বলা শুরু করেন। বিবেক বলেন, সালমান ঐশ্বরিয়া, দিয়া মির্জা , রানী মুখার্জির, সোমি আলীর নামও নেয়। এসব শুনে আমি অবাক হয় গেলাম। তারা আমার সহকর্মী। তাদের সাথে আমার শুধুই বন্ধুত্ব। কিন্তু আমার নাম কেন সোমি আলীর সঙ্গে জড়িত? সোমির সাথে হয়তা মোটে চারবার কথা হয় আমার।

বিবেক আরও বলেন, তাদের সবার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। এরপর বিবেক বলেন, এত কথা শুনেও আমি চুপ করে ছিলাম। আমায় এমন ভাষায় গালিগালাজ করেছে যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিনা। এই অভিনেত্রীদের শারীরিক গঠন সম্পর্কে কথা বলার সময় আমার বাগদত্তা গুরপ্রীতের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করি। সালমান ও বিবেকের তিক্ততা বলিউডে তোলপাড় সৃষ্টি করে বি-টাউন এখনও ভুলতে পারেনি দুই দশকের পুরনো এই ঘটনা।

সালমান-ঐশ্বরিয়ার প্রথম দেখা হয়েছিল পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির ছবি 'হাম দিল দে চুকে সনম'-এর সেটে। পর্দার রোমান্স বাস্তবেও প্রভাব ফেলেগেছে বাস্তব জীবনেও। পরিবারের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও সালমানের প্রেমে পড়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। কিন্তু পরে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ঐশ্বরিয়ার অভিযোগ, সালমান তাকে নির্যাতন করতেন। সালমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বিবেকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। এরপর বিবেকের সঙ্গে সম্পর্ক টিকেনি ঐশ্বরিয়ার। বর্তমানে তিনি বচ্চন পরিবারের বধূ। এখনও সালমানের সঙ্গে তার সরাসরি দেখা বন্ধ। পুরনো এই ঘটনা এখনও ভুলতে পারেনি বি-টাউন।

পারদর্শী ঘোড়সওয়ারের সমস্ত কলা-কৌশল শিখছেন শ্রাবন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বুধবার সকাল। নরম রোদ পড়েছে ময়দানে। মন দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরা শিখছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। প্রশিক্ষণের প্রথমদিন। তাই বাহনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই পয়লা উপলক্ষ। প্রথমদিনেই প্রশিক্ষকের কাছে ভাল নম্বর পেলেন অভিনেত্রী। আর পাবেন নাই বা কেন, বাধ্য ছাত্রীর মতো সাতসকালে পৌঁছে গিয়েছেন ময়দানের নির্দিষ্ট জায়গায় ঘোড়সওয়ার শিখতে। প্রথমবার। তাই একটুও কি বুক ধুকপুকানি হয়নি?

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় জানালেন, প্রথমটায় একটি নার্ভাস লেগেছিল বটে। কারণ এটা তো কোথাও ঘুরতে গিয়ে ঘোড়সওয়ারের মজা নেওয়ার মতো নয়। সিনেমার জন্য পারদর্শী ঘোড়সওয়ারের সমস্ত খুঁটিনাটি, কলা-কৌশল শিখতে হবে। তা প্রথমদিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কেমন অনুভূতি? এপ্রসঙ্গে হবু 'দেবী চৌধুরানী'র মন্তব্য, ঘোড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ভয়টাও কেটেছে ধীরে ধীরে। আর আমার প্রথমদিনের পারফরম্যান্স দেখে প্রশিক্ষকও খুশি।

প্রসঙ্গত, 'দেবী চৌধুরানী'র মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে দরকার কড়া হোমওয়ার্কের। অতঃপর শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ও কোনওপ্রকার ফাঁক রাখছেন না। কারণ, ফিল্মি কেরিয়ারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমার শুটিং করতে চলেছেন তিনি। তাই ইতিমধ্যেই ঘোড়সওয়ারের তালিম নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন ময়দানে। শুধু তাই নয়, এই সিনেমার জন্য সোহাগ সেনের কাছে অভিনয়ের ওয়ার্কশপও করবেন শ্রাবন্তী। পিরিয়ডিক ফিল্মের জন্য সেই সময়ের ভাষা, কথা বলার ধরণ শিখতে হবে।

ওজন ঝরিয়েছেন অন্তত ১০ কেজি। তিনি যে খেতে খুবই ভালবাসেন, তা ইন্ডাস্ট্রিতে সকলেরই জানা। তাই লোভনীয় খাবার দেখলে আপাতত মেপে-জুখে খেতে হচ্ছে তাঁকে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি অবধি পুরোদস্তুর চলবে দেবী চৌধুরাণীর শুটিং। 'দেবী চৌধুরানী'র 'মেন্টর' ভবানী পাঠকের ভূমিকায় থাকছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও শ্রাবন্তীর সঙ্গে ওয়ার্কশপে অংশ নেবেন।

জন্মদিনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী শ্রীলেখা!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছর এই দিনটা পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। এক দিন আগে থেকেই যার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। গত বছর তার জন্মদিনে ওয়াইন পান করার ভিডিও দেখে তৈরি হয়েছিল বিতর্কও। তবে এই বছর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়ে ঐশী বিছানায়। অভিনেত্রীও খুবই অসুস্থ। অসহ্য মাথা যন্ত্রণা। জ্বর জ্বর ভাব। মেয়েরও তেমনই অবস্থা। বেশ কিছু দিন আগে ডেঙ্গু ধরা পড়েছিল। শ্রীলেখারও কি ডেঙ্গু হয়েছে? সে কথা অবশ্য নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। সদ্য প্রকাশ্যে এসেছে অভিনেত্রীর নতুন হিন্দি সিরিজ 'কালা'র প্রচার ঝলক। আচমকা কী হল?

শ্রীলেখা বলেন, "খুব মাথা যন্ত্রণা। কিছু ক্ষণ পরেই ডেঙ্গু পরীক্ষা করতে আসবে। একদম ভাল লাগছে না। কথা বলতেও ইচ্ছা করছে না। বাড়িতেই থাকব জন্মদিনে। উদ্‌যাপনের তেমন তো কোনও পরিকল্পনা নেই। শরীরটা সুস্থ হওয়া প্রয়োজন।" খুব কষ্ট করেই কথা বলছিলেন শ্রীলেখা। বেশি কথা বলতে পারছেন না বলে তাড়াতাড়িই ফোনটা রেখে দেন।

শেষ কয়েক বছরে কাজের সংখ্যা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। এ ছাড়াও নিজের পরিচালনায় অনেকটাই মন দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'এবং ছাদ' বিভিন্ন মহলে প্রশংসিতও হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর হিন্দি সিরিজের প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে।

সব পরিকল্পনা
ভেস্তে গিয়েছে, এখন দিশাহীন রাহুল দ্রাবিড়!

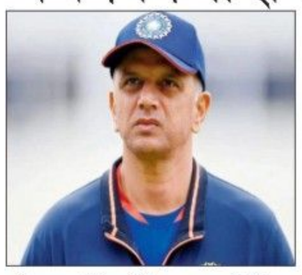

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রাত পোহালেই শুরু এশিয়া কাপ। পাকিস্তানের মুলতানে কাপযুদ্ধের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি পাকিস্তান-নেপাল। তবে 'মাদার অফ অল ব্যাটল' দিয়েই কাপযুদ্ধের অভিযান শুরু টিম ইন্ডিয়ার। আগামী ২ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি শ্রীলঙ্কার পাল্লেকেলে ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এশিয়া কাপের আগে রোহিত শর্মা অয়ান্ড কোং বেঙ্গালুরুর আলুরে সারছেন প্রস্তুতি শিবির। গত ২৩ অগস্ট থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় শিবির। জড়ো হয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়ের শিষ্যরা! সাত দিনের ক্যাম্প শেষ করেই রোহিত উড়ে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়। কিন্তু এখনও একটাই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, চার এবং পাঁচে কে খেলবে।

কেএল রাহুল ও শ্রেয়াস আইয়ার প্রত্যাবর্তন করেছেন ঠিকই। তবে রাহুলের চোট পুরোপুরি না সারায় তিনি এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে পারবেন না। অন্যদিকে ঋষভ পান্থ এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জায়গায় নেই। শ্রীলঙ্কা উড়ে যাওয়ার আগে দ্রাবিড় সাফ জানিয়ে দিলেন যে, এখনও ভারত চার এবং পাঁচে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবেন।

দ্রাবিড় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'সত্যি বলতে এই এক্সপেরিমেন্টেশন শব্দটা আমাদের ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর নেপথ্যে অনেক ভাবনাই রয়েছে। এরকম নয় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব বলেই তা করে গিয়েছি। কিছু নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে অবশ্যই। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। চার এবং পাঁচ নম্বর জায়গায় কে ব্যাট করবে, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই বিষয়ে আমাদের কাছে এখন কোনও স্বচ্ছতা নেই। আজ থেকে ১৮-১৯ মাস আগে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে বলতাম শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুল ও ঋষভ পন্থ ছিল এই জায়গায়। ১৮ মাস আগে, আমাদের যা টিম হয়েছিল, সেখানে কোনও সন্দেহই ছিল না যে, এই তিনজনের মধ্যেই চার-পাঁচে খেলত। কিন্তু যা ঘটে গেল। তা তো কেউ আগে থেকে হিসেব কষে রাখেনি। বিশেষত সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। আমরা ওদিকে আবার টি-২০ বিশ্বকাপ ও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও ফোকাস করেছিলাম। তিন মাসের মধ্যে ওই তিনজন চোট পেয়ে গেল। কোনও ছোটখাটো চোট নয়। সবার শরীরে ছুড়ি-কাঁচি চলেছে। ওদের অস্ত্রোপচার হয়েছে। যখন এমনটা ঘটে গেল, তখন আমাদের অন্যদের ওই জায়গায় খেলাতে হবে। তবে বিশ্বকাপের মতো বড় ইভেন্টের জন্য আমরা তৈরি আছি। ওই জায়গায় যারা খেলবে, তাদের পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে তারা সময় পাবে ওই ভূমিকায় খেলার জন্য। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে।'

ভারতের এশিয়া কাপের দল: রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, কেএল রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, ঈশান কিশান, হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। স্ট্যান্ড-বাইতে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

অবসর নেওয়ার পর কি করবেন?
ইঙ্গিত দিলেন কোহলি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে অনেক তরুণ ক্রিকেটের রয়েছেন যারা বড় মঞ্চের চাপ সামলানোর অভিজ্ঞতা নেই। সামনেই রয়েছে এশিয়া কাপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপ। ভারতীয় দল এই মুহূর্তে ব্যাঙ্গালোরে নিজেদের একটি প্রস্তুতি শিবিরে শেষ মুহূর্তে কিছু ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার কাজ করছে। রাহুল দ্রাবিড় একজন কড়া প্রশিক্ষকের মত সকলের উপর নজর রাখছেন। সিনিয়র থেকে জুনিয়র, কোনও ক্রিকেটারেরই ভুল ত্রুটিগুলি তার চোখ এড়াচ্ছে না। কিন্তু তার সঙ্গে অধিনায়কের যে ভূমিকা পালন করার কথা সেই ভূমিকায় দেখা গেল রোহিত শর্মা নয়, বিরাট কোহলিকে।

ভারতীয় দলের অনুশীলন চলাকালীন কিছু ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, যেখানে দেখা যাচ্ছে নেটে ব্যাটিং করতে যাওয়ার আগে বিরাট কোহলি দীর্ঘক্ষণ ধরে শুভমান গিলকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন। তার পাশাপাশি যখন নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করতে গিয়েছেন শুভমান তখন দ্রাবিড়ের পেছন থেকে আম্পায়ার এর জায়গায় দাঁড়িয়ে তার ব্যাটিংয়ের ওপর প্রখর নজর রাখছিলেন কোহলি। অবসর নেওয়ার পর হয়ত কোহলিকে কোচিং করানোর ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।

এবার লন্ডনের সঙ্গে সৌরভের
আরও এক সুখের স্মৃতি জুড়ে গেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লন্ডন ওঁর কাছে 'সেকেন্ড হোম'। ক্রিকেটার হিসেবে এই শহরে তাঁর অনেক সুখের স্মৃতি। সুযোগ পেলেই পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে লন্ডনে চলে যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার সেই লন্ডনের সঙ্গে মহারাজের আরও এক সুখের স্মৃতি জুড়ে গেল। কারণ সৌরভ ও ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা সানা এবার লন্ডন গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হলেন। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ইউসিএল-এ কনভোকেশন অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য এবার লন্ডন উড়ে গেলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। ফলে মেয়ের এমন সাফল্যের দিনে তাঁর পাশে থাকবেন গর্বিত বাবা-মা।

শোনা যাচ্ছে প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য ইংল্যান্ডে থাকবেন মহারাজ। ২৩ কিংবা ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফিরতে পারেন সৌরভ। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর সানার বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশন অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকার জন্য মেয়ের কাছে গেলেন সৌরভ। স্ত্রী ডোনা অবশ্য কয়েকদিন আগেই ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন।

এদিকে শোনা যাচ্ছে সানা স্নাতক হলেও, এখনই কলকাতায় ফিরে আসছেন না। বরং আরও উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনেই থাকবেন। তবে বেহালার গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের কন্যার দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় থাকার কথা। সানার কনভোকেশন হয়ে গেলে সপরিবারে কয়েক দিন ইংল্যান্ডে ছুটি কাটাবেন।

ইংল্যান্ডে কয়েক বছর আগেই একটি বাড়ি কিনেছেন সৌরভ। নিজের ৫০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান সেই বাড়িতেই পালন করেছিলেন। মেয়ের সঙ্গে ছুটি কাটানোর পর ভারতে ফিরবেন দাদা।

এই কারণে বিশ্বকাপ
জিতবে না ভারত, জানিয়ে দিলেন রোহিত শর্মা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। আর আজই ভারতের মাটি থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে উড়ে যাবে ভারতীয় দল। রোহিত শর্মারা নিজেদের অভিযান শুরু করছেন সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় দিন থেকে। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে পাকিস্তান। দেশ ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রোহিত শর্মা। সেখানে তিনি বিশ্বকাপ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আজব মন্তব্য করেছেন। আসন্ন বিশ্বকাপ দেশের মাটিতে আয়োজিত হবে। এই ব্যাপারটা তাদের কাছে প্রতিযোগিতাটা কতটা সহজ করে তুলবে সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন রোহিত শর্মা। সকলেই জানেন যে ভারতের মূল শক্তি হলো ব্যাটিং। এটা আজ থেকে নয়, বহু যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু সেই বিষয় নিয়েই রোহিত শর্মা একটি চমকে দেওয়া মন্তব্য করেছেন সম্প্রতি। আর এই কারণে বিশ্বকাপ জিতবে না ভারত, জানিয়ে দিলেন রোহিত শর্মা!

তিনি বলেন, "ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ মানেই সেখানে অনেক রান উঠবে, এই ধারণাটা ভুল। ভারতের ব্যাটিং করাটা এখন বিদেশের মাঠে টেস্ট জেতার থেকেও শক্ত। গত দুই তিন বছর ধরে এমন চলছে। পরিস্থিতি অনেক বদলে গিয়েছে আগের থেকে।"

অনেকে মনে করছেন এই কথা বলে রোহিত শর্মা সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় ব্যাটারদের ধারাবাহিকতার অভাবকে আড়াল করতে চেয়েছেন। নিজের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়েও মুখ খুলেছেন রোহিত শর্মা। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে নিজের পরিবর্তিত মানসিকতা নিয়ে মন্তব্য করেছেন রোহিত। চলতি বছরে ওডিআই ফরম্যাটে তাকে মিশ্র ফর্মে দেখা গিয়েছে। তবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নিজের মানসিকতার পরিবর্তন নিয়ে কোন আফসোস নেই তার। নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিটম্যান বলেছেন, "আমি এখন আরো আগ্রাসে ব্যাটিং করার থেকে মনোযোগ দিয়েছি। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে শেষ কয়েক বছরে আমার স্ট্রাইক রেট বেড়ে গেছে কিন্তু গড় কমে গিয়েছে এই ফরম্যাটে। এটা আমার সচেতনভাবে নেওয়া একটা সিদ্ধান্ত। ফলাফল যাই হোক না কেন, আমার আফসোস নেই।"

ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি
এই ৫ পাকিস্তানি ক্রিকেটার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আজ থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। এবারের আসরেও অন্যতম শক্তিশালী দল পাকিস্তান। তারা কাপ জয়ের বড় দাবিদার। এবার পাকিস্তানের এমন পাঁচজন প্লেয়ার আছেন যারা নিজের দিনে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হতে পারে এই ৫ পাকিস্তানি ক্রিকেটার।

বাবর আজম: ভারতীয় দলের জন্য বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারেন পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাবর আজম। তিনি একজন দুর্দান্ত ব্যাটার এবং একার দক্ষতায় বড় ইনিংস খেলতে জানেন। সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতেও রান করেছেন তিনি। তাকে যত দ্রুত আউট করা যাবে ততই লাভ ভারতের।

মোহাম্মদ রিজওয়ান: পাকিস্তান দলের অভিজ্ঞ ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান বাবর আজমের অন্যতম বড় সঙ্গী। তিনিও লম্বা ইনিংস খেলার জন্য পরিচিত। বাবরের সঙ্গে একাধিক ম্যাচে বড় ইনিংস খেলেছেন। তিনি ক্রিজে টিকে গেলে দলের মাথাব্যথা হয়ে উঠতে পারেন।

শাহিন শাহ আফ্রিদি: ভারতীয় ক্রিকেট দলের টপ অর্ডারকে প্রায়ই বড় টুর্নামেন্টে বাঁহাতি ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়। ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। তার কারণ শাহিন শাহ আফ্রিদি। ফলে এবারও নতুন বলে সামলে খেলতে হবে ভারতকে।

হ্যারিস রউফ: হ্যারিস তার পেসের জন্য পরিচিত। তিনি তার গতি দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারেন। রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং-কেও হ্যারিস রউফের বিশেষ নজর দিতে হবে। অন্যথায় তিনি একা দলকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

শাদাব খান: দলের তারকা অলরাউন্ডার শাদাব খান বোলিংয়ের পাশাপাশি ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত। শ্রীলঙ্কার পিচে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারেন তিনি। কারণ শ্রীলঙ্কার পিচ স্লো। শেষের দিকে ব্যাট হাতে কার্যকরি শাদাব।

এশিয়ার দলগুলোর আইসিসি
র‍্যাঙ্কিংয়ের বর্তমান অবস্থান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরু হয়ে গেল ছয় দলের এশিয়া কাপ ২০২৩। তবে এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগে জেনে নিন ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে কোন দল রয়েছে। পাকিস্তান দল বর্তমানে শীর্ষস্থানে রয়েছে। আর ভারত রয়েছে তালিকার তৃতীয় স্থানে। বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কা রয়েছে তালিকার অষ্টম স্থানে। আফগানিস্তান নবম স্থানে রয়েছে। তালিকার ছয় দলের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন র‍্যাঙ্কিং দল হল আফগানিস্তান। এদিকে, নেপাল তারা তাদের প্রথম এশিয়া কাপে অংশ নেবে। এই তালিকার ১৫ নম্বর স্থানে রয়েছে নেপাল।

তবে এই তালিকায় এক নম্বর ও তিন নম্বর দলের ক্রিকেটারদের খেলা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। বর্তমানে এই দুই দলের খেলা নিয়ে সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করেছেন। এই এশিয়ান টুর্নামেন্টে দুই দেশের মধ্যে তিনটি ম্যাচ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রুপ পর্বে ২ সেপ্টেম্বর একটি ম্যাচ খেলার পরে সুপার ফোর পর্বে একটি ম্যাচ এবং তারপর ফাইনালে দুটি দল মুখোমুখি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেট ভক্তরাও চাইবেন শুধু ভারত ও পাকিস্তান ফাইনালে উঠুক। আসলে আসন্ন আইসিসি বিশ্বকাপের আগে এই দুই দলের কাছে এই টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এবার যে রেকর্ড করে
ফেললেন বাবর আজম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাইলফলক ছুঁতে অনেকটা সময় নিলেন বাবর আজম। ধীরে সুস্থে খেলছিলেন ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ এই ব্যাটার। ৪২ তম ওভারে আইরের বল ডিপ পয়েন্টে ঠেলে দিয়েই ২ রান পূর্ণ করলেন। আর তাতে পূর্ণ হলো সেঞ্চুরিও। ১০৯ বলে ১০০! গেল মে মাসে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি হাশিম আমলাকে টপকে দ্রুততম ১৮ সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন বাবর আজম। আজ নেপালের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের ১৯তম সেঞ্চুরি হাঁকালেন। সবচেয়ে কম ম্যাচ খেলে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ড এটিও। ক্যারিয়ারের ১৯ তম সেঞ্চুরি পেতে বাবর খেললেন মোটে ১০২ ইনিংস।

ম্যাচের আবহ বিবেচনায় নিলে বাবরের সেঞ্চুরিটা অর্থবহ নিশ্চয়ই। পুঁচকে নেপালের বিপক্ষে এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল স্বাগতিক পাকিস্তান। এক প্রান্তের ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার মিছিলে অন্য প্রান্ত আগলে রেখেছেন পাক অধিনায়ক।

শুরুতে রিজওয়ানের সঙ্গে জুটি বেঁধে কিছুটা প্রতিরোধ গড়েছিলেন। শেষমেশ মিডল অর্ডার ব্যাটার ইফতিখার আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে রানের পসরা সাজালেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত দেড়শ রানের কোঠা পূর্ণ করেছেন বাবর আজম। পাকিস্তানের দলীয় সংগ্রহও তিনশো ছাড়িয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সেঞ্চুরির দ্বারপ্রান্তে আছেন ইফতিখারও। এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন ৮৭ রানে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR